সংবাদ

তারিখ ... 6 JUN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনিয়ম (শেষ পর্ব)

সরকারের মতামত আমলে নিচ্ছে না অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

রাকিব উদ্দিন

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় সরকার মনোনীত প্রতিনিধিরা নানা অনিয়ম ও প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর ও সোচ্চার আছেন। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, সরকার মনোনীত অভিজ্ঞ প্রতিনিধির অধিকাংশের কোন মতামত, পরামর্শ ও গবেষণাপ্রসূত অভিমতই আমলে নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকরা। শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, ছাত্রছাত্রী ভর্তি, একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা, কেনাকাটা, অবকাঠামো নির্মাণসহ সবকিছুতেই সরকারি প্রতিনিধিদের উপেক্ষা করা হচ্ছে। এতে অনেক প্রতিনিধি সিন্ডিকেটের সভায় যোগদান থেকেই বিরত থাকছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, সিন্ডিকেটের সভায় সরকারের প্রতিনিধিরা অনেক ক্ষেত্রেই দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সরব ভূমিকা রেখেছেন। তাদের অনড় অবস্থানের ফলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি, অনিয়ম, অভ্যন্তরীণ বিরোধ, একাডেমিক সীমাবদ্ধতা ও কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কে অবহিত হয়েছে শিক্ষা প্রশাসন। আগে এসব প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির দুষ্টচক্র বেপরোয়া থাকলেও সেগুলো সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত ছিল না সরকার। তবে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে মালিকানা দ্বন্দ্ব ও একাধিক সিন্ডিকেট আছে সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় সরকারের প্রতিনিধিরা অনুপস্থিত ছিলেন। দু'জন প্রতিনিধি সংবাদ'কে জানিয়েছেন গত প্রায় দেড় বছরে সিন্ডিকেটের কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এ সরকার মনোনীত প্রতিনিধি হলেন ঢাবি'র ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান। তিনি গতকাল সংবাদ'কে বলেছেন, 'আগে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েই বেপরোয়া অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা ও শিক্ষা বাণিজ্য চলত। কিন্তু সে সম্পর্কে খুব কমই জানা যেত। এগুলোতে সরকারের প্রতিনিধি মনোনীত হওয়ায় সেগুলোর অনাচার বেড়িয়ে এসেছে'। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'সিন্ডিকেট সভায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ এর বিভিন্ন ধারা-উপধারা অনুযায়ী বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে অবদান রেখেছি। এতে অনেক অনিয়ম ও অসঙ্গতিই চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। আগের আইনটি অনেক দুর্বল থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ অনেক অনিয়মই বোঝা যেত না। উদ্যোক্তারা মিলেমিশেই সব

মতামত : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

মতামত : আমলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অনিয়ম সংঘটিত করতো'। জানা যায়, সিন্ডিকেট সভায় পরামর্শ প্রদান, উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কল্যাণ ও অগ্রগতি সাধনে অবদান রাখতে ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে একজন করে সরকার মনোনীত প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হয় ২০১০ সালের অক্টোবরে। তাদের দু'বছরের জন্য এ দায়িত্ব দেয়া হয়। আগামী অক্টোবরে তাদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি)-এ সরকারের প্রতিনিধি হলেন ঢাবি'র ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের অধ্যাপক বজলুল হক। তিনি গতকাল সংবাদ'কে জানিয়েছেন, 'আমাকে সিন্ডিকেট কয়েকটি সভায় ডাকা হয়েছে এবং উপস্থিত ছিলাম'। নিজস্ব মতামতকে কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব দিয়েছে কী না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি মানেই পার্সোনাল ইউনিভার্সিটি। কারণ ভাইবোন, শ্যালক, স্বামী-স্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট আত্মীয়-স্বজন নিয়েই অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয়েছে। এক্ষেত্রে চাইলেই ভালো কিছু করা যায় না' গ্রীন ইউনিভার্সিটিতে সরকার মনোনীত প্রতিনিধি হলেন ঢাবি'র দর্শন বিভাগের ড. গালিব আহসান খান। তিনি সংবাদ'কে বলেছেন, 'আমি গ্রীন ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন সিন্ডিকেট সভায় উপস্থিত ছিলাম। তারা নিজস্ব ক্যাম্পাসের জন্য জমি কেনা, বিভিন্ন কেনাকাটা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে আমার মতামত নিয়েছে। সার্বিকভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদানের পরিবেশও ভালো মনে হয়েছে'। জানা যায় 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০'-এর ১৭(১) (ছ) ধারার বিধানমতে, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় মনোনীত একজন করে প্রতিনিধি থাকবেন। সে অনুসারে ইউজিসি তাদের প্রতিনিধি নির্ধারণ করেছে। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর খ্যাতিমান ও জ্যেষ্ঠ ৫১ জন অধ্যাপককে ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে সদস্য করা হয়। সিন্ডিকেট সদস্য যারা : নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটির সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক শরীফ উদ্দিন আহমেদ, ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে ঢাবি'র দর্শন বিভাগের অধ্যাপক শাহজাহান মিয়া, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাবি'র ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক খোন্দকার আশরাফ হোসেন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) নৃবিজ্ঞান বিভাগের ড. ফারজানা ইসলাম, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ঢাবি'র ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ড. নজরুল ইসলাম নাজেম, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটিতে ঢাবি'র ভূ-তাত্ত্বিক বিজ্ঞান বিভাগের ড. বদিলুর রহমান চৌধুরী, চট্টগ্রামের প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) একাউন্টিং বিভাগের ড. মনজুর মোর্শেদ মাহবুব, শান্ত-মরিয়ম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজিতে ঢাবি'র আইএসআরটি'র সুপারনিউমারারি অধ্যাপক ড. কাজী মো. মফিজুর রহমান, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটিতে ঢাবি'র সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. আবদুল হামিদ সরকার, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এ ঢাবি'র প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন, ইবাইস ইউনিভার্সিটিতে ঢাবি'র ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের ড. এসএম মাহফুজুর রহমান, প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটিতে বুয়েটের ড. সারওয়ার জাহান, রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ড. আনন্দ কুমার সাহা, উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে ঢাবি'র ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. হাসিবুর রশীদ, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজিতে (আইইউবিএটি) ঢাবি'র একাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের ড. আবুল হাশেম, দারুল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এ ঢাবি'র ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ড. শামসুল আলম এবং ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চিটাগাং-এ সিন্ডিকেট সদস্য মনোনয়ন পেয়েছেন চবি'র ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. ইমরান হোসেন প্রমুখ।